ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং আধ্যাত্মিকতা

ফাদার জেমস্ ক্রুশ, সিএসসি

ক্রেডিট ইউনিয়ন হলো একটি সেবাকারী প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক মানুষ সেবা পেয়ে আসছে বা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান পরিধি ব্যাপক, বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে তার প্রভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানটি ছোট বড় সবার কাছে পরিচিত বিশেষ করে বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানটি সবার কাছে সুপরিচিত। বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানতির পরিচিতি ঘটিয়েছেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন আমেরিকান ফাদার চার্লস জে ইয়ং সিএসসি। তিনি ৭ই মার্চ ১৯৫৫ খ্রীঃ এই সমিতিটি স্থাপন করেন। ক্রেডিট ইউনিয়নের আকার এবং পরিধি বিরাট আকার ধারন করেছে।

ইংরেজি CREDIT শব্দটি ল্যাটিন শব্দ CREDRE থেকে এসেছে যার অর্থ হলো বিশ্বাস করা বা নির্ভর করা। ক্রেডিট শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে বিশ্বাস, সততা, সম্মান, সুনাম, সৎচরিত্র ইত্যাদি নিহিত রয়েছে। UNION হলো একটি ইংরেজি শব্দ যার দ্বারা একতা, একাত্মতা, মিলন, সহযোগিতা বা সহাবস্থান প্রকাশ করে থাকে। ইংরেজি CREDIT UNION শব্দ দুটির সমন্বয়ে বাংলায় ঋণদান সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন শব্দটিই বেশি প্রচলিত। ক্রেডিট ইউনিয়নে একজন গ্রহণকারী কোন অর্থ বা ভোগ্য পণ্য গ্রহণ করার পূর্বে শর্তযুক্ত তা চুক্তির মাধ্যমে অঙ্গীকার করেন এবং নিদিষ্ট সময়েই অর্থ বা পন্য সামগ্রী প্রদানকারীকে ফেরত প্রদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ দিক হলো যে, এখানে গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়েই থাকবে।

ক্রেডিট ইউনিয়নের মূল উদ্দেশ্যই হলো সাধারন মানষের জীবন ধারণে আর্থিক উন্নয়ন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। তাই সঞ্চয় ও ঋণদান এই দুটি ধারণা নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানটি ভিত্তি। তবে সঞ্চয়ের ভিত্তিতেই ঋণদান পরিচালনা হয়ে থাকে। সুতরাং খুব সংক্ষেপেই বলা যায় ক্রেডিট ইউনিয়ন হলো সঞ্চয় ও ঋণদানের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইহা একটি আর্থিক সমবায় প্রতিষ্ঠান। এখানে মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো সঞ্চয় বাড়ানো বা সঞ্চয়ের মনোভাব জাগ্রত করা এবং নিজেদের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা। ক্রেডিট ইউনিয়ন বর্তমানে ধনী-গরীব বিশ্বের বভিন্ন দেশে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ এর সুফল ভোগ করছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিশেষ লক্ষ্য হলো সর্ব্বোচ্চ সেবা প্রদান, মুনাফা বৃদ্ধি নয়। সদস্যদের সম্মিলিত শক্তি আর্থিক ভিত্তিতে গড়া সদস্যদের জীবনধারণের সর্বময় আর্থিক সহযোগিতা করা। ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি সমবায়ী প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়নের কথা বা এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের বিষয়ে বলতে গিয়ে ফাদার চার্লস জে. ইয়ং সিএসসি কথা না বললেই নয়। তিনি বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সমর্থনে ও মণ্ডলীর প্রয়োজনে ৭ই মার্চ ১৯৫৫খ্রীঃ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্টা করেন। বিগত একশত ষাট বছর যাবত পবিত্র ক্রুশ সংঘ বাংলাদেশে কাজ করছে। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার মরোর একটি স্বপ্ন ছিল যে, পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস-সংঘের তিনটি শাখায় সদস্যবৃন্দ পবিত্র পরিবারের ন্যায় জীবন যাপন করে পরস্পরের সংগে আন্তরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরস্পর অনুপ্রাণিত করবে এবং সহযোগিতামূলক প্রৈরিতিক কাজে আত্মনিয়োগ করে পরস্পরের কর্মোদ্যমকে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে তাঁরা যে শুধু নিজেরাই জীবনের অর্থ ও পূর্ণতা খুঁজে পাবেন তা নয় বরং এ জগতে ঐশ প্রেমের সাক্ষী হয়ে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী জনগণের সেবায়, বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ও দুর্বলদের পক্ষাবলম্বন করে মানব সামাজে ন্যায্যতা, শান্তি ও প্রেম প্রতিষ্ঠা করবেন। মরোর দর্শনের মধ্যে নিহিত আছে মানবকল্যাণে নিজেকে যীশুর ন্যায় সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেয়া। ধন্য ফাদার মরোর আদর্শে নিবেদিত মিশনারীগণ এদেশে এসে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কথাই চিন্তা করেন নাই বরং তারা মন্ডলীর আহবানে ও প্রয়োজনে নতুন নতুন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তারা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সাথে সাথে কিভাবে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তাও তারা চিন্তা করেছেন এবং এই জন্য প্রথমে নিজেরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছেন। মানুষের **আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিহ্ন হিসেবে এই ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি অন্যতম উদাহরণ বলা যায়।**